

দহনকালের নাস্তিক

জাহিদ রাসেল

jahid_humanist@yahoo.com

বাংলাদেশ যেসকল “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” “মুক্তবুদ্ধির চর্চায় বিশ্বাসী” মানব-মানবীকে পেয়েছে তারা ব্যক্তি জীবনে অনেক প্রতিকূলতার শিকার হয়েছেন। বহু লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার পরও আরজ আলী মাতুব্বর, আহমেদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নিজেদের নীতি, আদর্শ ও যৈতিক বিশ্বাসকে পরাজিত হতে দেন নি। তারা নিজেদের চরিত্রকে বেচে হতে পারতেন একজন শমসের আলী বা ফরহাদ মজহার, বাহবা পেতেন গলা বাজি করে কাঠমোল্লাদের কোন সভায়। কিন্তু তারা চরিত্র বলতে বুঝতেন দায়িত্ব, কর্তব্য ও আত্মসম্মান। তাই নাস্তিক বা মুরদাত উপাধি, বোমা হামলা ও হত্যার হুমকি, শারীরিক লাঞ্ছনা বা বিভিন্ন প্রলোভন তাদেরকে তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য থেকে দূরে ঠেলতে পারেনি। তারা তাদের আত্মসম্মান বেচে নিজের বিবেক ও চরিত্রকে ভুলুঠিত হতে দেন নি।

আরজ আলী মাতুব্বর, আহমেদ শরীফ, হুমায়ূন আজাদের মতো অসাধারণ ব্যক্তিদের সংগ্রামের কথা আমরা সকলেই জানি, এবার এসময়ের “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” অতি সাধারণ মানুষদের জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। অতি সাধারণ এই “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” মানুষ গুলোও তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকেও কি কম সংগ্রাম করছে এই গোড়া ধর্মাত্ম সমাজে? আমি জানি না এই রুঢ় সমাজে কয়জনই বা ইন্টারনেটের বাইরে নিজের পরিবারে, কর্মস্থলে বা সমাজে নিজেদের “নাস্তিক” পরিচয়ে পরিচিতি দানে সাহস করছে। প্রতিটি “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” মানুষদের যুদ্ধ শুরু হয় নিজ পরিবার থেকে। বাঙ্গলার কোন মাকে তার নাস্তিক সন্তান যুক্তি দিয়ে কখনও বুঝাতে পেরেছে কি তার নাস্তিক হবার কারণ? আমার মাকে আমি যতো বারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, মা আমার সব কথা শুনে বলেছেন, “বাবা, তারপরও তুমি নামাজ পড়িও !!!” পুরো সাগুহ নামাজ না পরলেও শুক্রবারে মায়ের ধাক্কা-ধাক্কি আর কাকুতি মিনতি শুনে টুপি নিয়ে মসজিদের নামে বের হয়ে ঘোরা ঘুরি আমাকে করতে হয়, রোজার নামে উপবাস করে দুপুর বেলা লুকিয়ে খেতে হয়। কত প্রিয় জনের কাছে অপ্ৰিয় হয়ে গেছি যখন তারা জেনেছে আমি নাস্তিক। আর যারা এখনও প্রিয় জনের লিষ্টে আমাকে রাখে তারা শর্ত জুড়ে দেয়, এমন কথা যেন না বলি যাতে তাদের ঈমান নষ্ট হবে। পরিবারের এসকল বাধা-বিপত্তি না হয় কাটিয়ে উঠা যায়, কিন্তু বাংলাদেশের মতো দেশে কর্মস্থলে বা সমাজে নাস্তিক পরিচয়ে পরিচয় দান করে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে আরো কত শত বৎসর যে অপেক্ষা করতে হবে তা কে বলতে পারে? আমাদের সমাজের ধর্মীয় রীতি নীতি গুলোর, অনেক গুলো এখনো অনন্যপায় উপায় হয়ে নাস্তিকদের মেনে চলতে হয়, তা আমার মতে নাস্তিকদের মনের উপর অনেকটা পেষনের মতো। যেমন, আমাদের সমাজে নাস্তিক পুরুষের তুলনা নাস্তিক

নারীর সংখ্যা খু বই কম। তাই নাস্তিককে বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিয়ম রীতি পালন হয়। মৃত্যুর পর সমাজের চাপে হয় ধর্মীয় বিধান মতে দাফন। আমার মনে হয় আমার মতো অনেক নাস্তিকই নিজেদের দেহ ও চক্ষু দান করতে চায়, কিন্তু আমাদের অনেকেরই সেই সৌভাগ্য হবেনা হয়তো পারিবারিক সদস্যদের বাঁধার কারণে। হায়! নাস্তিক দেরকে মেনে চলতে হয় আস্তিকদের তৈরি ভালো মন্দের সঙ্গা!!

বাংলাদেশে নাস্তিক নারীদের অবস্থা তো পুরুষ অপেক্ষা আরো অনেক খারাপ। বাংলাদেশে তাসলিমা নাসরিনের উপর যে অত্যাচার হয়েছে তার পরও বাংলাদেশে থেকে “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” কোন নারী নিজেকে আর কখনও নাস্তিক বলে পরিচয় দেবে বলে আমার মনে হয় না। আমি দেখেছি ছেলে হবার জন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে যতোটুকু ছাড় পেয়েছি তার অনেক কম পেয়েছে আমার ছোট বোন। একই পরিবারে ছেলেকে বিতর্কিত লেখক-লেখিকাদের বই পড়ার ক্ষেত্রে বাঁধা না দেওয়া হলেও মেয়েকে দেওয়া হয়। আমাদের ভাগ্য ভালো ইন্টারনেটে মুক্ত-মনার মতো প্রগতিশীল ওয়েবসাইট গুলো আছে বলে আমরা একজন “বন্যা আহমেদ” বা একজন “নন্দিনী হোসেন ” কে পেয়েছি। তাদের লেখা হয়তো সাহস যোগাবে কোন মেয়েকে সত্যের মুখোমুখী হতে ভিন্নভাবে চিন্তা করতে। বলতে লজ্জা নেই আমিও মনে প্রাণে চাই যে আমার মেয়ে বন্ধুটি “ধর্ম বিশ্বাস মুক্ত হোক” বা সে কোন ধর্ম বিশ্বাসী হলেও যেন অন্তত আমার বিশ্বাসকে সম্মান জানায়। দূর্ভাগ্য বশত এ রকম মেয়ের দেখা আমি আজও পাইনি। প্রসঙ্গ ক্রমে একটি ঘটনা বলে নেই, হিন্দু পরিবার থেকে উঠে আসা আমার এক নাস্তিক বন্ধুর প্রেমে পরে একটি মুসলমান মেয়ে, তাদের সম্পর্কও ভালই এগুচ্ছিল। কিন্তু মেয়েটি যখন জানতে পারে ছেলেটি নাস্তিক, তখন সম্পর্কের ইতি টানে। আসলে এই সমাজে এখনও নাস্তিকেরা আস্তিকের কাছে ‘ভিন্ন ধর্মান্বলি’ থেকেও বেশি থেকে অবাস্তিত। ইন্টারনেটে র প্রগতিশীল ওয়েব সাইট গুলোর “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” লেখক-লেখিকাদের এক বড় অংশ বিদেশে থাকেন। আমার মনে হয় শুধুমাত্র উন্নত জীবন যাপন করতে বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা জন্যই নয়, এদের অনেকেই আমাদের ধর্মান্ত সমাজের নিয়ম রীতির পেশন থেকে বাঁচতে প্রবাস জীবন যাপন করছে।

অনেকটা রাষ্ট্রীয় মদদেই বাংলাদেশে মৌলবাদের বিস্তার ঘটানো হচ্ছে। আহমেদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদ, তাসলিমা নাসরিনের উপর মৌলবাদীদের ফতুয়া জারি হবার পরও সরকার মদদ দিয়েছে মৌলবাদীদেরকেই। তাই কখনও আগামীতে কখনও যদি আবার “ধর্মানুভূতিতে আঘাতের” কথা বলে কোন “ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত” মানুষের উপর মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে ফতুয়া জারি করে বা তার পরিবারের উপর আঘাত হানে তবে রাষ্ট্রের সাহায্য যে পাওয়া যাবে না তা প্রায় নিশ্চিত। বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগেও যেখানে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ যেখানে এখনও ভূতে বিশ্বাস করে সেখানে ধর্ম বিহীন স্যাকুলার রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখা কতো দূস্কর। ধর্মান্ততা, মৌলবাদ, কুসংস্কার, ভন্ডামি, মাদ্রাসা-মাজার আর পীর ফকিরে পূর্ণ এই বাংলায় “আমি নাস্তিক” এই পরিচয়ে পরিচয় দানের মাধ্যমে

স্বাভাবিক ভাবে জীবন যাপন করা আমাদের পক্ষে থাকা খুবি কঠিন। তার পরও আমরা যেন আমাদের বিবেককে জাগ্রত রেখে যুক্তির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করতে পারি, ভয়কে জয় করে ও মৃত্যুকে যেন বুক পেতে লওয়ার সাহস নিয়ে বাঁচতে পারি।

মুক্ত-মনাদের শুভেচ্ছা।